দৈনিক ইত্তেফাক

১৩

তারিখ ... 31 JAN 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ২৩ কলাম [illegible] ...

বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ না করার সিদ্ধান্তে অভিভাবকরা হতবাক

ময়মনসিংহ সংবাদদাতা জানান, এই বৎসর দেশের পৌর এলাকার হাই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ না করার সরকারী সিদ্ধান্তে অভিভাবক ও শিক্ষক মহলে হতাশা দেখা দিয়াছে। একই সাথে সরকার কিণ্ডার গার্টেনসহ সমস্ত বৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও বিনামূল্যে পুস্তক সরবরাহ না করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। এদিকে অর্থের বিনিময়ে বই সরবরাহের কোন বিকল্প ব্যবস্থা জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত না করায় এই সমস্ত বিদ্যালয়ে বইয়ের অভাবে লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। উল্লেখ্য, দেশের সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে (প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সটবুক বোর্ডের প্রকাশিত বই ছাড়া অন্য কোন পুস্তক পাঠ্য করার বিধান নাই। ফলে কোন বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ সঙ্কটে পড়িয়াছেন। এই ব্যাপারে ময়মনসিংহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে খোঁজ নিয়া জানা গিয়াছে, গত ১৫ই জানুয়ারী জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক সকল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের নিকট প্রেরিত এক তারবার্তায় তাহাদের নিকট রক্ষিত প্রাথমিক শ্রেণীসমূহের পুস্তক বোর্ডের এজেন্টগণের নিকট শতকরা সাড়ে ২২ টাকা কমিশনে এবং বিদ্যালয় প্রধানদের নিকট শতকরা ১৫ টাকা কমিশনে বিক্রয় করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু খোঁজ লইয়া জানা গিয়াছে তাহাদের নিকট বিক্রয়যোগ্য পুস্তকের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল থাকায় তাহারা ময়মনসিংহ পি,টি ইনস্টিটিউটের একটি ঘর হইতে কিছু কিছু পুস্তক নিজেরা বিক্রয় করিতেছেন, নির্দেশমত এজেন্ট ও বিদ্যালয় প্রধানদের নিকট সরবরাহ করিতে পারিতেছেন না।

ময়মনসিংহ পৌর এলাকায় বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অনেক অভিভাবক জানান, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশতেই লেখাপড়ার মান সন্তোষজনক না হওয়ায় পৌর এলাকার বহু অভিভাবকই তাহাদের সন্তানদের সরকারী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি না করিয়া হাই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত প্রাথমিক শ্রেণীতে ভর্তি করেন। এই সমস্ত অভিভাবকদের অনেকেই দরিদ্র বিধায় তাহাদের বিনামূল্যে সরকারী পুস্তক হইতে বঞ্চিত করায় তাহাদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়াছে।